প্যারিস

বিষয় : ফ্রান্সের নির্বাচন পদ্ধতি

বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি বিভিন্ন কারণে বেশ জটিল। বিশেষ করে নির্বাচনী আইন, সে তুলনায় ফ্রান্সের নির্বাচন পদ্ধতি অনেক সহজ এবং অনুকরণীয়

লিখেছেন **মোহাম্মদ আবুল বকের ফরাজী**

ফ্রান্সের নির্বাচন পদ্ধতি আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে নির্বাচনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়– প্রথম পর্ব এবং ২য় পর্ব। প্রথম পর্বে যে সমস্ত প্রার্থীরা কমপক্ষে শতকরা ১০ ভোট পান, কেবল মাত্র তারাই ২য় পর্বের চূড়ান্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আর ২য় পর্বে প্রথম স্থান দখলকারীই চূড়ান্ত বিজয়ী। শতকরা ১০ ভোটের নিচে যারা ভোট পাবেন, তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে ২য় পর্বের নির্বাচনে সাধারণত প্রথম পর্বে এবং ২য় স্থান দখলকারী ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। এখানে সব নির্বাচনই দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রথম পর্বের নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত নিয়মবহির্ভূত কোনো প্রার্থীই ২য় পর্বের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। ২য় পর্বে সব ভোটারদের পুনরায় ভোট প্রদানের সুযোগ থাকায় প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায়েই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আমাদের দেশের মত কোনো এলাকায় দশ হাজার ভোটার থাকলে আট হাজার ভোটার প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দেয়া সত্ত্বেও মাত্র দুই হাজার ভোটে জয়লাভ করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

আমাদের দেশের মত এখানে কোনো ইউনিয়ন পরিষদ নেই। সর্বনিম্ন পরিষদই পৌরসভা। পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের উপাধি মেয়র। পৌরসভার মেয়রের কাল ৫ বছর। সংসদ সদস্যদের মেয়াদকালও ৫ বছর। তবে প্রেসিডেন্টের বেলায় একটু ব্যতিক্রম ছিল। প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ছিল ৭ বছর। এটাকে বদলে ৫ বছর করার জন্য প্রতিটি প্রেসিডেন্টই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেউই এ যাবৎ এ আইন পাস করে যাননি। কারণ প্রথমত, ওনার ৭ বছর মেয়াদকাল শেষ করে এ আইন পাস করলে খারাপ দেখায়। দ্বিতীয়ত ৫ বছর শেষ করে করতে গেলে ওনার ক্ষমতার মেয়াদ থেকে দুটি বছর হারাতে হয়। কিন্তু বর্তমান প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক উদারতার পরিচয় দিয়ে ওনার মেয়াদকাল ৫ বছরে শেষ করেন। এখন থেকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৫ বছর করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

এদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকারি ভাতা ছাড়া অন্য কোনো আয়-উপার্জন নেই। তাছাড়া বাংলাদেশের মত কোনো অঘোষিত সুযোগ-সুবিধা ও চুরি-চামারির সাথে তারা মোটেই পরিচিত নয়। যে কারণে কোনো প্রার্থী নির্বাচনে অতিরিক্ত পুঁজি বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়ার চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। নির্বাচনে টাকার বাহাদুরি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তাই নির্বাচন এলে এখানে চা ও সিগারেটের দাম বাড়তে দেখা যায় না। মাইকের ভাড়াও বাড়ে না। প্রেসের চাহিদাও আগের মতই থেকে যায়। রাস্তায় হাজার হাজার ভাড়াটে মানুষের মিছিলও চোখে পড়ে না। মাইকের মাধ্যমে এলাকার বিশিষ্ট টাউট-বাটপারদের নামের আগে-পরে মিথ্যা বিশেষণ লাগিয়ে প্রচার করে, জনগণকে ফাঁকি দেয়ারও কোনো সুযোগ নেই। মরা মানুষের ভোট প্রদান, একজনের ভোট আর একজনের দেয়া, গায়ের জোরে কেন্দ্র দখল করার সম্পূর্ণ রাস্তাই বন্ধ। কারণ, এ সমাজের প্রতিটি মানুষই শিক্ষিত ও সচেতন। পৃথিবীর বুকে আমাদের দেশ অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত। তার একমাত্র কারণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অভাব। একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাদের কাছে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আর সে নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয়, সে নির্বাচনে যদি দেশের অপরাধীরাই নির্বাচিত হয়– তাহলে দেশ এবং জাতি তাদের কাছ থেকে এর বেশি আর কিই বা আশা করতে পারে?

আটলান্টা

সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু

গত ৭ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে আটলান্টার ৮৫ হাইওয়েতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কালাম আজাদ ভুঁইঞা (৪৫) ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন। নিহত আবুল কালাম ও তার রুমমেট গাড়ির চালক মোহাম্মদ আলী সজল আটলান্টার ডাউন টাউন থেকে লিনবার্গের বাসায় ফিরছিলেন। ৮৫ হাইওয়েতে দুটি গাড়ি প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলছিল। এক সময় গাড়ি দু'টির সংঘর্ষ হলে পেছন থেকে আসা তাদের গাড়ি ঐ গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা খেলে গাড়ির সামনের সিটে বসা আবুল কালাম মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। উল্লেখ্য, আবুল কালাম কয়েকমাস পূর্বে ভিজিট ভিসা নিয়ে দেশ থেকে এখানে বেড়াতে আসেন। তিনি রাজধানীর ওয়ারীর বাসিন্দা ছিলেন। তার স্ত্রী দেশে রয়েছেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ৯ এপ্রিল বাদ মাগরিব ডাউন টাউনের আল ফারুক জামে মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। আটলান্টার বিশিষ্ট প্রবাসী হান্নান চৌধুরীসহ কয়েকজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে মরহুমের লাশ দেশে পাঠানো হয়েছে।

সৈয়দ মোস্তাক আহমদ, 3194 Pin Oakway, Doraville, Atlanta GA. 30340, U.S.A

টোকিও

পুলিৎজার পুরস্কার

মনে হতে পারে চলচ্চিত্রের দৃশ্য আসলে সত্যি

কিউবার শিশু এলিয়ন গানজালেজ-এর কথা নিশ্চয় পাঠকরা ভুলে যাননি। উপরের ছবিটি দেখলে মনে হবে কোনো মারদাংগা সিনেমার দৃশ্য। আসলে এটি একটি বাস্তব ছবি। সারা বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত আমেরিকার নিজের দেশে খোদ নিজেদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকৃতি। ছ'বছরের একটি শিশুকে আটকাতে হলিউডের 'র‍্যাম্বো পুলিশ' আমেরিকান পুলিশের অভিযানের ছবি। মিয়ামিতে শিশু এলিয়ন তার যে আত্মীয়ের বাসায় আশ্রিত ছিল সেখানেই হাজির হয়েছিল আমেরিকান পুলিশ এ বেশে। ছবিটি তুলেছেন এসোসিয়েট প্রেসের (AP) এলান ডিয়াজ। নিউজ রিপোর্টিং-এ এ ছবিটি এবার পুলিৎজার সম্মান পেয়েছে। ছবিতে পুরস্কৃত ছবি ও ফটোগ্রাফার।

কাজী ইনসানুল হক, insan@manchitro.net

চিবাকেন

অবাক কান্ড

উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এদের ডাক বিভাগের ত্বরিত কর্মতৎপরতা হতবাক করে দেয়। অথচ আমাদের ডাক বিভাগ অন্ধকারেই রয়ে গেছে

শৈশবে জাপান সম্পর্কে মজার মজার গল্পগুলো শুনতে ভালো লাগত, যা রূপকথার মতো মনে হত। কিন্তু জাপান আসার পর নিশ্চিত হলাম, আসলে যা শুনেছি এবং জেনেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়ে ভরা এ জাপান। গ্রাহক সেবার প্রশ্নে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই তাদের গ্রাহকদের সর্বোত্তম সেবা প্রদানে এখানে সদা প্রস্তুত। এই সেবা প্রদান করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন সব অবাক কান্ড ঘটে যায় যা চিরায়ত সবাইকে ভাবনায় ফেলে দেয়। আমরা প্রবাসীরা যে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সেবা পেয়ে থাকি, তাহল ডাক বিভাগ। জাপান 'ডাক বিভাগকে' পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং দ্রুত সেবাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যা দিলে বাড়িয়ে বলা হবে না বিদেশ হতে আসা সকল চিঠি এরা উন্নত যন্ত্রের মাধ্যমে বাছাই করে যত দ্রুত সম্ভব নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে সদা ব্যস্ত। কারণ এদের রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট ও অত্যাধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা। তবে জাপান ডাক বিভাগের সেই দিনের এক ঘটনা, আমিসহ অনেক প্রবাসীকেই হতবাক করে দিল। আমি সাধারণত দেশে পত্র পাঠানোর সময় খামের ওপর প্রাপকের ঠিকানাটা শুধু লিখি। যথারীতি সেই নিয়মে ঢাকার এক বন্ধুর কাছে চিঠি পাঠাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বন্ধু তার বাসা বদল করায় পত্রখানা তার হাতে না পৌঁছে পুনরায় জাপান ফেরত আসে এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার নিজ হাতেই এসে পৌঁছে। আমার প্রশ্ন খামের ওপর বা ভেতর কোথাও প্রেরকের ঠিকানা না থাকা সত্ত্বেও উক্ত পত্রখানা নির্ভুল ঠিকানায় ফেরত এলো কিভাবে? বহুদিন যাবৎ জাপান আছেন এমন বড় জনরাও এর সমাধান খুঁজে পেলেন না। শেষে এক জাপানির সহায়তায় অবগত হলাম, উন্নত কম্পিউটারের মাধ্যমে লেখা শনাক্ত করে উক্ত পত্র নির্ভুল ঠিকানায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। কারণ জাপানে প্রত্যেক প্রবাসীর লেখা সংবলিত কিছু দলিল সিটি কর্পোরেশন অফিসে জমা থাকে। এ ঘটনা 'Believe it or not'-এর ঘটনাগুলোর মত অবিশ্বাস্য মনে হলেও শতভাগ সত্য। জাপান ডাক বিভাগের এসব অবাক কান্ডের পাশাপাশি নিজ অর্থাৎ 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগ' দ্বারা সম্পাদিত উদ্ভট কর্মসমূহের কথা উল্লেখ না করলে অমর্যাদা করা হবে। কেননা জাপান ডাক বিভাগের এহেন কর্মগুলো চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় কত নিচে আমাদের অবস্থান। পত্র হারানো, ভুল স্থানে পত্র প্রেরণ, দেরিতে পত্র সরবরাহ এগুলো আমাদের ডাক বিভাগের পরিচিত চরিত্র। কিন্তু ডাক বিভাগের সম্প্রতি প্রণীত নতুন আইন আমাকে অনেক বেশি আশ্চর্যান্বিত করে দিল। দেশের বাইরে কোনো দ্রব্যাদি পোস্ট করার সময় ১৫০০ টাকা জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে, যা ৬ মাস পর ফেরতযোগ্য। আমাদের দেশে আদৌ কি সেই টাকা ফেরত পাওয়া যাবে?

Shail Abid
T 299-0102- Ichihara-Shi, 1-14-3 Aoyagi
City Cube B-101, Chibaken-Japan

জুরিখ

এরই নাম বাংলাদেশ

সম্ভবত প্রবাস থেকে যারা দেশে ফেরে তারা বোধহয় খুব অপাংক্তেয়। দেশে গেলে প্রতি পদে তাদের বিপদ ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়

গত মাসে দেশে গিয়েছিলাম বেড়াতে। বিমানবন্দরের হয়রানির কথা অনেকেই অনেক পত্রিকায় লিখেছেন। সে বিষয়ে আমি আর লিখলাম না। এবার আমি অন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। ঢাকায় কয়েকদিন থাকার পর এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়ানোর জন্য বরিশাল যাত্রা করলাম। সদরঘাট টার্মিনাল বিল্ডিং-এর সামনে বেবিটেক্সি থামতেই ৪-৫ জন লোক এসে বলল, আমরা আপনার লাগেজ লঞ্চে উঠিয়ে দেব। বললাম, শুধু একজন আমাকে সাহায্য করলেই হবে। কারণ আমার কাছে ছিল একটা স্যামসোনাইটের লাগেজ যার ওজন বেশি হলে ২০ কেজি, আর একটা হ্যান্ড ব্যাগ যার ওজন ৮-১০ কেজি। তাদের মধ্য থেকে একজন আমার মালগুলো বরিশালগামী একটা লঞ্চে উঠিয়ে দিল। আগে থেকেই লঞ্চে বুকিং দেয়া ছিল। সুতরাং এ কাজটা করতে বেশি হলে ১০ মিনিট সময় লেগেছে। আমি যখন তাকে টাকা দিতে গেলাম তখনই শুরু হল সমস্যা। তারা আবার সেই ৪-৫ জন মিলে বলল, ৫০০ টাকা দিতে হবে। আমি প্রতিবাদ করলাম। কারণ এ কাজের পারিশ্রমিক কিছুতেই এত হতে পারে না। তারা বলল, আমরা এই কাজের জন্য লোক বুঝে ২-৩ হাজার টাকাও আদায় করে থাকি। এ নিয়ে ঝামেলা করলে লাভ হবে না। তাদের ভাষ্য মতে, স্থানীয় পুলিশ, এমপি, জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদ নেতারা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এই সরদঘাট টার্মিনালের আয় থেকে নিয়মিত ভাগ পেয়ে থাকে। একথা শোনার পরও যখন আমি বিশ্বাস করলাম না তখন তারা এমন সব শব্দ ব্যবহার করল যা আমার জন্য অপমানজনকই ছিল। ফলে তাদের দাবি মিটিয়ে সম্মান (!) বাঁচালাম। আমার মত আরো অনেক অসহায় যাত্রীই যে এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি এ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম প্রতিকারের আশায় নয়, শুধুমাত্র পাঠকদের জানাবার জন্য।

Sheik Mohammad Noor
Hallwylstrasse-40
8004 zurich, Switzerland
E-mail : sheiknoor@hotmail.com

সাইপান

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ সাইপান। গত ২৬ মার্চ প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে স্থানীয় আমেরিকান মেমোরিয়াল পার্ক অডিটরিয়ামে মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জলিল ভাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। অনুষ্ঠানমালায় ছিল কোরআন তেলাওয়াত, গীতা পাঠ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বেলুন উড্ডয়ন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হোসেন ভাই, সমেজ ভাই ও নছিরুল্লাহ্। এছাড়া আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন। হোসেন ভাই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি ২৫ মার্চের কালো রাত্রি এবং ভারতে প্রশিক্ষণকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বে শিশুশিল্পী রেহানা আক্তারের ঐতিহ্যবাহী বাংলা শাড়ি প্রদর্শন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বেশ ক'জন শিল্পী দেশাত্মবোধক গান ছাড়াও লালনগীতি ও ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন।

Md. Rafiqul Islam , P.M.B- 283, P.o Box-10003, Saipan MP-96950, U.S.A